দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 APR 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

পরীক্ষায় নকল করার শাস্তি

দেশে পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধের জন্য শাস্তির যে বিধান রয়েছে তা কঠোরতর করার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে। প্রকাশিত খবরে বলা হয় যে ১৯৮০ সালে এ সম্পর্কে যে আইন প্রবর্তিত হয় তা সংশোধনের একটি প্রস্তাব সংসদের বিবেচনায় রয়েছে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন পরীক্ষায় নকল করার যে ব্যাপক প্রবণতা বিরাজমান তার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের উদ্যোগকে সবাই স্বাগত জানাবে। বস্তুতঃপক্ষে পরীক্ষাগুলোতে নকল করা যেন এক সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর দেশের প্রধান পরীক্ষাগুলো যেমন এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রী প্রভৃতি পরীক্ষায় নকলের উৎসব লেগে যায়। নকল করতে গিয়ে যারা ধরা পড়ে তাদের পরিসংখ্যান থেকে একথাই মনে হয়। বস্তুতপক্ষে এই পরিসংখ্যান রীতিমতো ভয়াবহ। কোন কোন পরীক্ষায় মাত্র একদিনে এমনকি সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করা হয়। নকল করার ব্যাপারে বাধা দিতে গেলে কখনো কখনো বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। বোমাবাজি, পিস্তলবাজি মারপিট, খুনোখুনির মতো ঘটনাও এদেশে ঘটেছে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে।

গত কয়েক বছর ধরেই এই ভয়াবহ প্রবণতা প্রতিরোধের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাতে যে সাফল্য অর্জিত হয়নি তা নয় তবে তা উল্লেখ করার বা তা নিয়ে গর্ব করার মতো নয়।

আলোচ্য সংবাদে বলা হয়েছে যে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের জন্য শিক্ষকরাই বেশি দায়ী। সংশোধনী আইনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের শাস্তি প্রদানের বিধান রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। এই আইনগুলো গৃহীত হলে আমাদের মতে, দেশে পরীক্ষাগুলোতে নকলের ব্যাপকতা হ্রাস পাবে।

অন্যদিকে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধের ব্যাপারেও অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এটাও একটা প্রসংশনীয় পদক্ষেপ। কেননা, গত কয়েক বছরে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার মতো দুঃখজনক ঘটনা বারবার ঘটছে। কেবল বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রই নয় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হচ্ছে। এই দুঃখজনক ঘটনা রোধ করাটা আমাদের জাতীয় কর্তব্য নিঃসন্দেহে।

আগামী বুধবার থেকে দেশের চারটি বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। আমাদের বিশ্বাস, এই পরীক্ষায় এবং পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে অবৈধ পন্থার আশ্রয় যাতে কেউই গ্রহণ করতে না পারে তার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া হবে।